

প্রোগ্রামারস অ্যারেনা – হাবিপ্রবি

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর –
৫২০০।

গঠনতন্ত্র

ধারা – ১: নামকরণ

১.১: এ সংগঠনের নাম হবে 'প্রোগ্রামারস অ্যারেনা – হাবিপ্রবি' ('Programmers Arena-HSTU')।

ধারা - ২: পরিভাষা

- ২.১: "বিশ্ববিদ্যালয়" বলতে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাবে।
- ২.২: "সংগঠন" বলতে "প্রোগ্রামারস অ্যারেনা – হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" বুঝাবে।
- ২.৩: "শিক্ষক" বলতে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দকে বুঝাবে।
- ২.৪: "নিয়মাবলী" বলতে এ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নিয়মাবলী বুঝাবে।
- ২.৫: "সাধারণ সভা" বলতে সংগঠনের কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আনত সভাকে বুঝাবে।
- ২.৬: "প্রতিযোগিতা" বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা বুঝাবে।
- ২.৭: "কার্যনির্বাহী কমিটি" বলতে এ সংগঠনের কার্যকারী কমিটিকে বুঝাবে।
- ২.৮: "কার্যনির্বাহী সদস্য" বলতে এ সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে বুঝাবে।

ধারা – ৩: প্রকৃতি

৩.১: এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, শিক্ষামূলক ও কল্যানমুখী সংগঠন হবে।

ধারা – ৪: আদর্শ ও উদ্দেশ্য

৪.১: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের প্রোগ্রামিং চর্চায় ভীতি কাটিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা ও ভাল ফল অর্জনে ছাত্র/ছাত্রীদের সহায়তা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৪.২: প্রোগ্রামিং বিষয়ক মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.৩: প্রোগ্রামিং দক্ষতা বিকাশে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

৪.৪: প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ধারা – ৫: সদস্য

৫.১: সাধারণ সদস্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র/ছাত্রী যারা প্রোগ্রামিং বিষয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে ইচ্ছুক তারা নির্দিষ্ট চাঁদা প্রদান করে সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

৫.২: সম্মানিত সদস্যঃ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সকল শিক্ষক ও সংগঠনের সকল প্রাক্তন সদস্য সম্মানিত সদস্য বলে গন্য হবে।

ধারা – ৬: চাঁদার হার

৬.১: সকল সাধারণ সদস্য মাসিক ২৫ টাকা চাঁদা প্রদান করবে।

ধারা – ৭: উপদেষ্টা পরিষদ

৭.১: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রোগ্রামিং-এ দক্ষ ও ছাত্র/ছাত্রীদের প্রোগ্রামিং চর্চায় উৎসাহ প্রদানকারী শিক্ষকবৃন্দ এই পরিষদের সদস্য হতে পারবেন।

ধারা - ৮: কার্যনির্বাহী পরিষদ

৮.১: সংগঠনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

ক) সভাপতি: ১ জন (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান)

খ) কোষাধ্যক্ষ: উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে একজন

গ) সহ-সভাপতি: ১ জন (লেভেল - ৪)

ঘ) সহযোগী কোষাধ্যক্ষ: ১ জন (লেভেল - ৪)

ঙ) সাধারণ সম্পাদক: ১ জন (লেভেল - ৩)

চ) সহযোগী সাধারণ সম্পাদক: ১ জন (লেভেল - ৩)

ছ) সাংগঠনিক সম্পাদক: ২ জন (লেভেল - ৪ হতে ১ জন, লেভেল - ৩ হতে ১ জন)

জ) দপ্তর সম্পাদক: ২ জন (লেভেল - ৪ হতে ১ জন, লেভেল - ৩ হতে ১ জন)

ঝ) সেমিনার ও ওয়ার্কশপ বিষয়ক সম্পাদক: ১ জন (লেভেল - ৩)

ঞ) প্রচার ও আইটি বিষয়ক সম্পাদক: ২ জন (লেভেল - ৩ হতে ১ জন, লেভেল - ২ হতে ১ জন)

চ) কার্যকারী সদস্য: ১২ জন (প্রত্যেক লেভেল থেকে কমপক্ষে ১ জন করে)

ধারা - ৯: উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা

৯.১: এই সংগঠনের উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সকল সদস্যের মেয়াদ কাল চতুর্থ বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত হবে।

৯.২: এই পরিষদ সমূহের সময় কাল শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে একটি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনের নীতিমালা অনুযায়ী নতুন কমিটি ঘোষণা করতে হবে।

ধারা - ১০: কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব

১০.১: কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছাত্র/ছাত্রীদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

১০.২: ছাত্র/ছাত্রীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

- ১০.৩: বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষদের বিভিন্ন কমিটি বা উপকমিটি গঠন করতে পারবে।
- ১০.৪: কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র সভাপতির অনুমোদনের পরেই চূড়ান্ত বলে গন্য করা হবে।

ধারা – ১১: কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১১.১: সভাপতি:

- ১১.১.১: তিনি সংগঠনের সাধারণ সভা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- ১১.১.২: আইন মোতাবেক সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি সমস্ত আইনবিধির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিবেন এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

১১.২: কোষাধ্যক্ষ:

- ১১.২.১: কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের সকল তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। সকল খরচ যাতে বাজেট মোতাবেক হয় সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।
- ১১.২.২: সংগঠনের তহবিলের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন।

১১.৩: সহ-সভাপতি:

- ১১.৩.১: সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কাজ পরিচালনা করবেন।
- ১১.৩.২: সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন।
- ১১.৩.৩: সভাকার্য পরিচালনায় সভাপতিকে সাহায্য করেবেন।

১১.৪: সহযোগী কোষাধ্যক্ষ:

- ১১.৪.১: কোষাধ্যক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন।

১১.৫: সাধারণ সম্পাদক:

- ১১.৫.১: সংগঠনের পক্ষে সমস্ত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- ১১.৫.২: সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ করবেন।

১১.৫.৩: অন্যান্য সম্পাদকের কার্যাবলী পরিদর্শন করবেন এবং কোনো সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্বভার কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে নিজে গ্রহন করতে পারবেন অথবা নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে হতে একজনকে দায়িত্ব অর্পনের সুপারিশ করতে পারবেন।

১১.৫.৪: মাসিক প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

১১.৬: সহযোগী সাধারণ সম্পাদক:

১১.৬.১: সাধারণ সম্পাদককে তার কাজে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

১১.৬.২: সাধারণ সদস্য ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভিন্ন চাহিদা সাধারণ সম্পাদককে জানিয়ে তা সমাধানের ব্যবস্থা করবেন।

১১.৭: সাংগঠনিক সম্পাদক:

১১.৭.১: সংগঠনের সকল প্রকার সভা ও প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে তা সফল্য মন্ডিত করতে সার্বক্ষণিক সহায়তা করবেন।

১১.৮: দপ্তর সম্পাদক:

১১.৮.১: সংগঠনের সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তি তার কাছে গচ্ছিত থাকবে এবং সেসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং বহন করবেন। এর জন্য সামগ্রিক সহযোগিতা সংগঠনের কাছ থেকে পাবেন।

১১.৯: সেমিনার ও ওয়ার্কশপ বিষয়ক সম্পাদক:

১১.৯.১: সংগঠনের সকল সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনে নিয়োজিত থাকবেন।

১১.১০: প্রচার ও আইটি বিষয়ক সম্পাদক:

১১.১০.১: সংগঠনের সকল সভা ও প্রতিযোগিতার প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকবেন।

১১.১১: কার্যকারী সদস্য:

১১.১১.১: কার্যনির্বাহী পরিষদের কাজ সম্পাদনে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন।

ধারা – ১২: সভা ও কর্মসূচি

১২.১: সংগঠনের যে কোন সভা অন্তত ২ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করা যাবে।

১২.২: সংগঠনের সকল সভা সভাপতির অনুমতিক্রমে আহ্বান করতে হবে।

১২.৩: সংগঠনের সকল কর্মসূচি ন্যূনতম ২ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজন করা যাবে।

ধারা – ১৩: দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদানঃ

১৩.১: কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সম্পাদকবৃন্দের মধ্যে কারো সংগঠনের গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা প্রমানিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশক্রমে সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদ উক্ত পদ হতে তাকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

ধারা – ১৪: নির্বাচন বিধি

১৪.১: শুধুমাত্র প্রোগ্রামিং-এ দক্ষ সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হতে পারবেন।

১৪.২: সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদ সন্মানিত শিক্ষকবৃন্দ মিলে আলোচনার মাধ্যমে চলমান উপদেষ্টা পরিষদের নবায়ণ করে নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে। নতুন উপদেষ্টা পরিষদে নতুন আগ্রহী শিক্ষক যুক্ত হতে পারবেন।

১৪.৩: নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ৭ দিনের মধ্যে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সংখ্যা, অনলাইন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সমাধান সংখ্যা এবং সংগঠনের বিভিন্ন সভা ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের তথ্য নতুন উপদেষ্টা পরিষদের নিকট জমা দিতে হবে।

১৪.৪: উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যদের কন্টেন্ট পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহযোগী সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ বিষয়ক সম্পাদক এবং প্রচার ও আইটি বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত করবেন।

১৪.৫: নব নির্বাচিত সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সদস্যদের মধ্য থেকে সংগঠনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কন্টেন্ট পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ১২ জন কার্যকারী সদস্য নির্বাচিত করবেন।

১৪.৬: যদি কোন সম্পাদক পদে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না যায়, তখন অন্য লেভেল থেকে তা সমন্বয় করা যেতে পারে।

ধারা -১৫: শূন্যপদ পূরন

১৫.১: কার্যনির্বাহী পরিষদে কোনো শূন্যপদ তৈরি হলে একমাসের মধ্যে নির্বাচন বিধি মোতাবেক উক্ত শূন্যপদ পূরন করতে হবে।

ধারা – ১৬: গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

১৫.১: কোনো সংশোধনী আনতে হলে তাতে প্রথমে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন থাকতে হবে এবং সংগঠনের সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে। গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর জন্য নিয়মিত মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ অংশের সম্মতিতে চূড়ান্তভাবে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

---সমাপ্ত---